পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ না দেওয়ায় জবি অধ্যাপককে অবরুদ্ধ করে মারধর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
৬ মে ২০২৩ ১০:১৪ পিএম | আপডেট: ৬ মে ২০২৩ ১০:১৪ পিএম

26
Shares

আহত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

advertisement

পছন্দের প্রার্থীকে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ না দেওয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে অবরুদ্ধ রেখে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। খুলনার কয়রা উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উঠেছে। আজ রাত সাড়ে ৯টার দিকে মহারাজপুর ইউনিয়নের দেয়াড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নজরুল ইসলাম জবির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক।

জানা যায়, শুক্রবার কয়রা উত্তরচক কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পরীক্ষায় নিয়োগবিধি অনুযায়ী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।

কিন্তু ওই অধ্যক্ষ পদে লিখিত পরীক্ষায় কেউ পাস করেননি। এরপরও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ তার পছন্দের প্রার্থী মাদ্রাসার বর্তমান উপাধ্যক্ষ মাসুদুর রহমানকে নিয়োগ দিতে চাপ দেন। কিন্তু অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বিধি মোতাবেক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে চান। তাতেই ক্ষুদ্ধ হয়ে যায় চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ।

advertisement

এরপর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বিধি বোর্ডের মহাপরিচালকের প্রতিনিধির গাড়িতে ফেরার পথে গতিরোধ করেন ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদ। তিনি অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে চড় মেরে হাতে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। এ সময় নজরুল ইসলামকে ফেলে রেখে ডিজির প্রতিনিধি চেয়ারম্যানের কথামতো নিয়োগের কাগজে স্বাক্ষর করে চলে যান।

কিন্তু নজরুল ইসলাম রাজি না হওয়ায় চেয়ারম্যানের সঙ্গে থাকা ২০-২৫ জন লোক তাকে কিল-ঘুসি মারতে থাকেন। এরপর তাকে গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে চেয়ারম্যানের বাড়ির একটি কক্ষে আটকে সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে নির্যাতন করে।

advertisement

এ ঘটনায় ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিঠি ইস্যুকারী সহকারী পরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. জাভেদ আহমাদ ঘটনার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের ওপর এ রকম হামলার ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এ নিয়ে আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।’

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হক বলেন, ‘এখনো বিষয়টি সম্পর্কে আমি ভালোভাবে অবগত নই। সে যেহেতু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজে যায়নি, অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে গেছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশা করি। তারপরও

আমরা এ বিষয়টি সর্বচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে দেখবো। এ ঘটনায় যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় আমরা সেগুলোই গ্রহন করব।’

এ ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আইনুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক একেএম লুতফর রহমান সাক্ষরিত এক প্রতিবাদ লিপিতে এই দাবি জানানো হয়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নজরুল ইসলাম হাসপাতালে থাকার কারণে তার মোবাইল ফোনে একাধিক বার কল করেও তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।